সমকাল

তারিখ ... 03.SEP.2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ধর্ষণের হুমকি দিয়ে ছিনতাই

ঢাবি ছাত্রসহ ৪ জন রিমান্ডে, রাজীব অমিত বহিষ্কার

■ সমকাল প্রতিবেদক ও
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ চারজনকে গতকাল বুধবার তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তারা হলো– ঢাবি ছাত্র রাজীব বাড়ৈ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অমিত কুমার দাশ, ঢাবির ক্যান্টিন বয় হাবিব ও সোহেল। তারা গত ১৬ আগস্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের বান্ধবীকে ধর্ষণের হুমকি দিয়ে তার ডেবিট কার্ড দিয়ে এটিএম বুথ থেকে ৫০ হাজার টাকা তুলে নেয়। এদিকে রাজীব বাড়ৈ ও অমিত কুমার দাশকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ডিবির অতিরিক্ত উপকমিশনার রাজীব

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

ঢাবি ছাত্রসহ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আল মাসুদ সমকালকে জানান, ছিনতাইয়ের ঘটনায় শাহবাগ থানার মামলায় গ্রেফতার চারজনকে গতকাল আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা। শুনানি শেষে হাকিম তাদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

তদন্ত সূত্র জানায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও এর আশপাশ এলাকার বেশিরভাগ ছিনতাইয়ে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের একটি চক্র। গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তে এখন পর্যন্ত এমন ১৭ জনের নাম পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ১২ জন ঢাবি ও তিনজন অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। ঢাবি ছাত্রদের মধ্যে নয়জনই জগন্নাথ হলের বাসিন্দা। চক্রের অপর দু'জন শিক্ষার্থী নয়।

এদিকে ঢাবির পালি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাজীব বাড়ৈকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. এএম আমজাদ। তিনি জানান, মঙ্গলবার থেকেই এ আদেশ কার্যকর হয়েছে। পাশাপাশি কেন তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না– তার কারণ দেখিয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে লিখিত জবাব দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে অমিত কুমার দাশকেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ।

গতকাল 'মেধাবী ছিনতাই পার্টি' শিরোনামে দৈনিক সমকালে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর সূত্র ধরে রাজীবের আরও কয়েকজন সহযোগীর খোঁজ করছেন গোয়েন্দারা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ছিনতাইকারীদের ব্যাপারে 'জিরো টলারেন্স' ঘোষণা করেছে।

গোয়েন্দা সূত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল সূত্র জানায়, ছিনতাইয়ের ঘটনায় জগন্নাথ হলের ছাত্র রাজীব বাড়ৈ ছাড়াও রয়েছে মনোবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের বিপ্লব মণ্ডল, দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের বিধান রায়, ফলিত পরিসংখ্যান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের রাজীব মজুমদার ও সূর্য সেন হলের দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শাহিন। এছাড়াও মিঠুন বালা, প্রদীপ, অমৃত মৈত্র, রাজীব, রনি সরকার ও খালেদ শাহরিয়ার এই চক্রে জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। খালেদ ছাড়া অন্যরা জগন্নাথ হলের বাসিন্দা ও বিধান রায়ের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। ঢাবির জগন্নাথ হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সজীব বিশ্বাস সমকালকে বলেন, নানা অপকর্মের অভিযোগে তাদের হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে ছিল এমন ছাত্রদের সংগঠন থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের ছাত্রলীগ পরিচয় দেওয়া প্রসঙ্গে ঢাবি ছাত্রলীগ সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, অভিযুক্তদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোনো সম্পর্ক নেই। অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বলা হয়েছে।